স্টাফ রিপোর্টার: প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ প্রণয়নের প্রতিবাদে গাইবান্ধা জেলায় দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাসসহ (কোচ) ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন চালক-শ্রমিকরা। গতকাল রোববার ভোর ৬টা থেকে বাস চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে চালক-শ্রমিকরা।

এদিকে, কোনো ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে গাইবান্ধা থেকে ঢাকাগামী দূরপাল্লার বাস ও অভ্যন্তরীণ রুটে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও ব্যবসায়ীরা। গতকাল রোববার দুপুরে গাইবান্ধা বাস টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায়, কোনো ধরনের বাস চলাচল করছে না। বাসগুলো সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। চালক-শ্রমিক অনেকেই অলস সময় পার করছেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা যাত্রীরা দীর্ঘ সময় ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে অপেক্ষা করছেন। অনেকে জরুরি প্রয়োজনে বেরিয়েও বাস না পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার বিকল্প পথে রওনা হচ্ছেন গন্তব্যের উদ্দেশে।
এরোন্ডাবারী চর থেকে আসা নাজমা বেগম জানান, ঢাকায় যাওয়ার জন্য তিনি সকালে বাস টার্মিনালে আসেন। কিন্তু বাস চলাচল না করায় ঢাকায় যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এখন অন্য কোনো বিকল্প পথে যাওয়া সম্ভব কিনা তাও জানেন না।
ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন বলেন, বাস চলাচল না করায় আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। এদিকে কখন কোন সময় বাস চলাচল শুরু হবে তা অনিশ্চিত। চালক-শ্রমিকদের দাবি, প্রস্তাবিত আইনে জেল-জরিমানা বাতিল করাসহ সড়কে যানবাহন ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তারা কর্মবিরতি পালন করবেন। এ বিষয়ে গাইবান্ধা নাগরিক পরিষদের আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম বলেন, বাস চলাচল বন্ধ মানেই যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগ। পূর্ব ঘোষণা না থাকায় বাস টার্মিনালে গিয়ে মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন। গাইবান্ধা জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি মকবুল হোসেন মুঠোফোনে বলেন, প্রস্তাবিত সড়ক নিরাপত্তা আইনে জরিমানা ও সাজার বিধান সংশোধনের দাবিতে চালকরা বাস চলাচল বন্ধ করেছে। চালক-শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবি না মানা পর্যন্ত ঢাকাসহ সব রুটেই বাস চলাচল বন্ধ থাকবে।